

দরদমাখা সবুজ চিঠি

আমজাদ ইউনুস

মুকুন
পাবলিশিং

ইহদা...

আমার শৈল্পিক সত্তার শুদ্ধতম-শুভ্রতম গোলাপটি মানবতার
শ্রেষ্ঠতম-পবিত্রতম সত্তার সমীপে—যার ভালোবাসায় ভাষা
হারিয়ে ফেলে সব রং-শব্দ-সংজ্ঞা।

প্রিয়তম নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সূচিপত্র

প্রারম্ভ কথা.....	৯
অভিমত	১১
লেখকের কথা	১৩
হে জ্যোতিষ্মান চির মহীয়ান মহামানব!	১৭
হে রহমতে আলম!	২৩
হে আত্মার প্রিয়তম পাত্র!	২৬
হে প্রিয় মুদ্দাসসির!.....	৩১
হে সুন্দরের সমুজ্জ্বল সৌধ!	৩৩
হে মানবতার অস্তিম সূর্য!.....	৩৬
হে হৃদয় রাজ্যের শাহেনশাহ!	৩৯
হে হেরার জ্যোতি!.....	৪১
হে তাবৎ গুণের আধার!.....	৪৪
হে সতত শান্তির সুমহান সত্তা!.....	৪৭
হে প্রশংসিত নামের ধারক!.....	৪৯
হে অন্তহীন হিদায়াতের উৎস!.....	৫১
হে রাহমাতুল্লিল আলামিন!.....	৫৪
হে প্রিয়তম শ্রেষ্ঠ মহামানব!	৬০
হে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক!	৬৩
হে অসীম সাহসের ফোয়ারা!.....	৬৭
হে প্রিয়তম রাসুল!.....	৭১
হে সাকিয়ে কাউসার!	৭৬

হে সুন্দরতম মানব!	৭৯
হে করুণার স্নিগ্ধ আলোকধারা!	৮২
হে তাবৎ জগতের রাহমাহ!	৮৫
হে জান্নাতি নহরের অধিকারী!	৮৮
হে অনিন্দ্য সুন্দরের আধার!	৯১
হে সিরাজাম মুনিরা!	৯২
হে ত্যাগের অনন্ত সমুদ্র!	৯৪
হে অফুরন্ত কল্যাণের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ!	৯৯
হে মরুর পুষ্পিত গোলাপ!	১০৩
হে অনুপম চরিত্রের উজ্জ্বল উপমা!	১০৫
হে কুরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি !	১০৭
হে আত্মার নিকটতম!	১১১
আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলান্নাহ!	১১৪



হে জ্যোতিষ্মান চির মহীয়ান মহামানব!

স্নিগ্ধ এই ভোরে নিষ্পাপ নবজাতক শব্দ সুগন্ধি ভরে তোমায় চিঠি লিখতে বসেছি। তোমার শানে স্নিগ্ধ অনুরণিত শব্দে রসালো-মিঠেল বাক্যে মনের অনুভূতিগুলো কলমের আঁচড়ে আঁকার জন্য কিছু হীরা-পান্না শব্দ বাছাই করেছি। কলকল ধ্বনিময় তরঙ্গিত শব্দাবলীর ছন্দের দোলাচলে দোদুল দোলায় দুলেছি বহুদিন। থরে-থরে শব্দের কাকলি তুলে তোমায় নিয়ে কথার বীথিকুঞ্জ সাজাব বলে কত প্রতীক্ষার প্রহর গুনেছি। রহমতের শিশিরবিন্দুর মতো আমার অস্তিত্বমুখর শব্দরাজি পরমাবেগে তোমার নামে ঝরার জন্য রবের দরবারে কত অশ্রুর নাযরানা পেশ করেছি। আমার হৃদয়ে-অস্থিতে, স্বভাবে-অস্তিত্বে মিশে যাওয়া তোমার ভালোবাসা প্রাণের ভাষায় এবং শব্দের শামিয়ানায় পেশ করছি।

হে হৃদয়াকাশের সূর্য!

মায়াবী জ্যোৎস্নায় সিরাতপাঠে বিভোর হয়ে আমার ভাব ও আবেগের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে এবং হৃদয় ও আত্মার আলোক-উদ্ভাসে কত বার তোমার

পূর্ণ অবয়ব অঙ্কন করেছি। আমার চোখের তারায় কতবার ভেসে ওঠেছে তোমার পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো সুঠাম, সুন্দর ও দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল রক্তিমাভ গোলাপী গায়ের রং, সুগঠিত চওড়া কাঁধ, সুদীর্ঘ ও বাঁকানো ঙ্র, মুখভর্তি পৌরুষদীপ্ত শ্মশ্রু, ঝকঝকে সাদা বাঁকানো দাঁত, প্রশস্ত বুক, সুদৃঢ় পেশী, স্মিত হাসি লেগে থাকা ঠোঁট, কাঁধ ছুঁয়ে থাকা কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল।

হে মানবতার অস্তিম প্রতীক!

অযুত শব্দের উপমা তোমার নামে জুড়ে নিযুত শব্দের কলরবে আমি ব্যর্থ হয়েছি। কখনো ফুলের সাথে মিলিয়েছি তোমায়। নাহ! তুমি ফুলের উপমেয় না। পৃথিবীর সব ফুল বেটে যদি তার নির্যাস জড়ো করি, তোমার শুভ্র স্বেদবিন্দুর আবেশী সৌরভ শুঁকে ফুলগুলো মুখ ঢাকবে পাপড়িতে।

নীলাকাশে নীল সরোবরে হীরক পদ্মের মতো জ্বলতে থাকা অসংখ্য সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের জ্যোতি জড়ো করি তোমার পাশে। লক্ষ তারার সব কিছুই ক্ষীণ ও ম্লান হবে তোমার মধুমাখা অমলিন মুচকি হাসির কাছে। তুমি নক্ষত্রের উপমেয় নয়।

অনুপম চরিত্র অতুলন সৌন্দর্যে মণ্ডিত শ্রেষ্ঠ রূপময় ও সর্বশ্রেষ্ঠ মধুময় তুমি। তুমিই শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম চির রূপকল্পের একক উপমা। তোমার রূপের অতুল শোভা, তোমার অনুপম চরিত্রের উজ্জ্বল আভা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলবে এমন সাধ্য কার?

হে বিশ্বশ্রুত প্রেমিকদের প্রিয়তম প্রেমাঙ্গদ!

কত প্রেমিক পুরুষ ভালোবাসা-মুগ্ধ, আবেগের ন্মিধ-কোমল মিশেলে তাঁদের ভালোবাসার নাযরানা তোমার সমীপে পেশ করেছেন। তোমার



হে আমার প্রিয়তম পাত্র!

আপনার শৈশবের চিত্র এখনো সিরাতের পাতায় কত নির্মল, কত স্বচ্ছ; যেন নির্মল আকাশের নক্ষত্রের মতো ভীষণ শান্ত ও স্নিগ্ধ। যখনই আপনার শৈশবের পাতায় চোখ বুলাই, একটি বিস্ময়কর স্বচ্ছ, কোমল ও পবিত্র পরিপূর্ণ ছবি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। আমার শৈশবের স্মৃতিগুলো ধূসর, ঝাপসা, ছেঁড়া-ছেঁড়া ও টুকরো-টুকরো যেন ক্ষয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া-ছেঁড়া পাতা। করোটিতে সেই সব স্মৃতি তেমন সবুজ-সজীব নেই। হৃদয়ের সবুজ পাপড়িতে কিছু স্মৃতি স্নিগ্ধ ভোরের শিশিরের ফোঁটার মতো টপ করে কখনো কখনো ঝরে পড়লে সেই স্মৃতিকে আপনার শৈশবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। শৈশবের উচ্ছল দাপাদাপি, দুরন্তপনা এসবেই ভরপুর ছিল আমার শৈশব। পিতার সঙ্গে আনন্দময় কিছু স্মৃতি তার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে টিকে আছে। আপনার শৈশবের আলোক সম্ভারের একটি কণার দিকটায় তাকালে আমি অনুশোচনায় ভুগি। শৈশব থেকেই কত ভদ্র গম্ভীর আপনি। সাধারণ শিশুদের মতো রৌদ্রছায়ার সাথে মেতে ওঠেননি দুরন্ত খেলায়। জেদ ধরা কিংবা ছোটোখাটো ঝগড়ার আমেজ আপনাকে কখনো ছুঁতে পারেনি। আপনার ভেতর ছিল শীতল ঝরনার মতো শান্ত প্রবাহ। আপনার স্বভাবে ছিল না ঝরনার চঞ্চল উচ্ছলতা। আপনার স্বভাব ছিল ভদ্রতা ও গাম্ভীর্যের চাদরে আবৃত। শৈশব থেকেই অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। আপনার লজ্জাশীলতার সর্বোৎকৃষ্ট উপমা প্রকাশ পায় শৈশব থেকে।

যখন শৈশবে আমার পিতার স্মৃতি আপনার শৈশবের সঙ্গে জুড়ি, সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়ে নিবিড় হয়ে আসার মতো বিষণ্ণতা ও মনথারাবি আমায় ঘিরে ধরে। পৃথিবীতে চোখ মেলার পূর্বে মহান রব তুলে নেন বাবার স্নেহের স্নিগ্ধ চাদর। পিতৃহারা অবস্থায় আপনি জন্ম নিলেন। পিতার স্নেহের চুমু আর মায়ার রোদ গায়ে মাখতে পারেননি। বাবার আঙুল ধরে মরুভূমির বুকে হাঁটারও সেই সুযোগ হয়নি। পিতার শূন্যতার মাঝেই আপনাকে আপন মায়ের কোল ছেড়ে হালিমা সাদিয়ার কোলে চলে আসতে হলো। সাদপল্লি হয়েছিল আপনার বেড়ে উঠার পবিত্রতম স্থান। মার্জিত রুচি ও উন্নতমনা সাদ বংশের লোকেরা ছিলেন সে যুগে বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অনন্য প্রতিভা। এ বংশে অবস্থান কালেই আপনি কথাবার্তায় মিষ্ট ও লালিত্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের কলকজা শিখে নিলেন। মুখে যেদিন প্রথম বোল ফোটো, আপনার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীর শরীর বেয়ে ঝরেছিল মহান রবের স্তুতি, বড়ত্ব, ও মহত্বের মণিমুক্তো। ‘আল্লাহ্ আকবার কাবিরো ওয়া সুবহানাল্লাহ্ কাসিরো’।^[২৪] জীবনের উষাকালে বার্তা রেখে গেলেন এ পবিত্র মুখনিঃসৃত প্রতিটি বাক্যে ঝরবে মহান রবের বড়ত্বের জওহর আর মহত্বের গওহর। তার স্তুতি-বন্দনার দীপ্ত উচ্চারণ। আপনার সুমিষ্ট কণ্ঠের লালিত্যে আর মোহনীয় মধুময় বাণীর প্রভাবে রুঢ় হৃদয়ে বয়ে যেত কোমলতার ফল্গুপ্রবাহ। আপনার ছোঁয়ায় বরকতস্নাত হলেন হালিমার পরিবার। বরকতের এ ফল্গুধারায় সিক্ত হলো তাঁর পরিবারের প্রতিটি সদস্য। তায়েফের প্রতিটি ধূলিকণা।^[২৫]

কোমল হৃদয়ে বিকৃত চিন্তার দাগ পড়ার আগেই আপনার সামনে উন্মোচিত হয় প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থ। মরুভূমি, চারদিকে ধু-ধু বালি আর মুক্ত প্রকৃতির সীমাহীন বিস্তৃতির মাঝে ছিল হালিমা সাদিয়ার ঘরের অবস্থান। রৌদ্রঝলসিত মরুভূমির চিকচিকে বালিতে জীবনের সংগ্রামী উদ্দামতা, নিস্তরঙ্গ নির্জন রাতের ধ্যান গম্ভীর মৌনতা আর মরু দিগন্তের মায়া মরীচিকা—এসব কিছুর অবলোকন অপূর্ব বিস্ময় আর জিজ্ঞাসার



হে সুন্দরের সমুজ্জ্বল সৌধ!

কত সৌভাগ্যবান আপনার সাহাবিরা! যখনই আপনাকে দেখার সাধ
জাগত তখনই তারা দৌড়ে যেতেন আপনার দ্যুতিময় সৌম্য-শান্ত
আলোর আভায় আলোকিত সত্তার সংস্পর্শে। অশান্ত হৃদয়ের অনন্ত
পিয়াস মিটাতেন আপনার চাঁদমুখ দর্শনে। তৃপ্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরতেন
যেনবা আঁজলা ভরে আবে হায়াত পিয়েছেন।

ক্ষণিকের জন্য আপনার বিচ্ছেদ তাঁদের জন্য ভীষণ কষ্টের ছিল।
আপনার মিষ্টি হাসি তো ছিল তাঁদের পরানের থেকে অধিক প্রিয়।
আপনার পরশে হিরণ্ময় হতো তাঁদের বিমূঢ় ও ধূসর ক্যানভাস।
আপনার দীপ্ত আলোয় দীপিত হতো তাঁদের গহন সত্তা। বেঁচে থাকার
জন্য বুকের ঠিক পাঁজরে আপনি ছিলেন তাঁদের এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।

আপনার প্রিয় সাহাবি সাওবান আপনাকে কত ভালোবাসতেন!
পরকালে আপনার বিচ্ছেদের বিরহবার্তায় তিনি বেশ চিন্তিত হলেন।
যেই বিরহের বার্তায় হৃদয়ে সাইক্লোন বয়ে যায়। দুমড়ে-মুচড়ে যায়
তাঁর হৃদয়। আপনার অল্প মুহূর্তের বিচ্ছেদ বিরহে তাঁর সোনামুখ
বেদনায় নীল হয়ে যায়। আঁখিযুগল থেকে স্ফটিক বৃষ্টির ফোঁটার মতো
টপটপ ঝরে ভালোবাসার অশ্রুবিন্দু।

তরতর করে বয়ে চলে সময়ের স্রোত। কিছু সময় পর ফিরলেন আপনি। অবলোকন করলেন আপনার এক আশেকের বিরহচিত্র। কাছে গিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে জানতে চাইলেন- সাওবান কী হয়েছে তোমার? উজ্জ্বল মুখে কেন বেদনার নীল? ডাগর ডাগর চোখে এ কীসের জল?

সাওবান কান্নার কাঁপন তুলে বলে যান তার প্রেমের আখ্যান-

আপনি তো জানেন আপনাকে কত ভালোবাসি। আপনার ভালোবাসার অবাধ জলধারায় অবগাহন করে আমি মধুময় ক্ষণ পার করি আপনার পবিত্র আঙিনায়। আমার শত কষ্ট, শত বেদনা লীন হয় আপনার আলোকিত মুখ দর্শনে। আজ কিছু সময় আপনার অনুপস্থিতিতে আমার হৃদয়ে বিরহের বিক্ষুব্ধ ঝড় ওঠে। আমি তখন ভাবতে থাকি কী হবে ওপারে? আপনি থাকবেন জান্নাতের সুমহান এক স্থানে। যদিও আমি রবের দয়ায় পেয়ে যাই জান্নাত, আপনার সুমহান স্থানে আলোকিত মজমায় বসার কী সুযোগ হবে আমার? এক পলক দেখে অস্থির হৃদয়কে স্বস্তির জলে সিক্ত করতে পারব?

আপনি তখন নীরব। এ গভীর প্রেমের প্রতিটি শব্দে নাড়া দেয় আপনার ভাবনার শিকড়। খুলে যায় আসমানের দুয়ার। শত ডানায় ভর করে জমিনে নেমে আসেন আকাশের দূত রুহুল আমিন। নিয়ে আসেন একক অধিপতি মহান রবের পবিত্র কালাম।^[৭] পড়ে শোনান সাওবানের প্রিয়তম মানুষটির সাথে অনন্তকালের জন্য বসবাসের দস্তক। সারি-সারি ঘন সন্নদ্ধ উদ্যানের খেজুর বৃক্ষের পুরুষ্ট পাতার শরীর বেয়ে নেমে আসে পূব আকাশে রাঙ্গা সূর্যের মিষ্টি রোদের কোমল পরশ। সাওবানের চোখে-মুখে খেলে যায় অপার্থিব খুশির দ্যুতি। স্বর্গীয় ফুল্ল জাগরণে ভরে যায় তার অপূর্ণ রেকাব। নিঃশব্দে নির্বিকার, উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে আকাশ দেখেন। তার আনন্দের রেশের ঘোড়া আরব্যরজনীর রাজহংসের মতো রূপালি ডানায় ভর করে উড়ে যায় সহস্র বিচূর্ণ নক্ষত্রের গুঁড়ায় সজ্জিত বিমোহিত সুনীল আকাশে। মুমিনের অনন্তকালের বাসস্থান-জান্নাতে

তিনি থাকবেন আপনার সঙ্গে। আপনার পবিত্র মুখ তারিয়ে তারিয়ে
দেখে চক্ষু শীতল করবেন সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু।^[৮]

হে প্রিয় রাসুল!

দুঃস্বপ্নের রাতে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল ভূমিতে আমিও খুঁজে চলি সাওবানের
ধ্রুব প্রেমের তেজস্বী ঘোড়া। হৃদয়ের সবুজ পাতার থালায় এ গভীর
ভালোবাসা আমার আত্মার আহার। সাওবানের ভালোবাসার ঝোড়ে
হাওয়ায় আন্দোলিত হয় আমার হৃদয়ের সঞ্চিৎ নিখাদ ভালোবাসা।
জান্নাতে আপনার সঙ্গলাভের ব্যাকুলতায় তড়পাই। আমার ঈমান তো
সাওবানের মতো সুদৃঢ়-সুস্থির না। তার ভালোবাসার পরিধি বিস্তৃতি
আমার নেই। তবুও মনে আশার চাঁদ জ্বলে অশ্রুর ফোঁটায়-ফোঁটায়
মহান রবের কাছে পেশ করি আমার আত্মার আর্তি।



হে কুরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি !

মহান আল্লাহ আপনাকে অসংখ্য মুজিয়া বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আমি সেসব মুজিয়ার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আপনার শ্রেষ্ঠ মুজিয়া ছিল পবিত্র কুরআন, যে কুরআন আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র সৃষ্টিকূলের হিদায়াতের জন্য এবং সকল ক্ষমতার উপর তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার ওপর অবতীর্ণ করেছেন। আপনার শক্তিশালী, উজ্জ্বল, বহুবিদিত এবং সদাবিদ্যমান মুজিয়া চৌদ্দ'শ বছর অতিক্রমের পরও কুরআন এখনো চির সবুজ ও সজীব। প্রাসঙ্গিক ও দরকারি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনন্তকাল ধরে এ থেকে লাভ করে যাচ্ছে সঠিক জীবনদৃষ্টি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রাচুর্য ও কল্যাণ।

সিরাতে কুরআন অবতীর্ণ-কালের আখ্যান পড়ি। কাফির কবি সাহিত্যিকরাও কুরআন শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়ে যান। কুরআনের শব্দবিন্যাস, বাক্যের বুনন, রচনা শৈলী, ছন্দবদ্ধ গদ্যের সৌন্দর্য, ব্যঞ্জনা, অন্তর্নিহিত শক্তি দেখে অসহায় আত্মসমর্পণ করেন বাঘা-বাঘা কবি সাহিত্যিকগণ। কুরআনের ভাষা ও ভাবের সুউচ্চ মানের অতুলনীয়তার সাক্ষ্য দেন। আরবের তৎকালীন বড়-বড় ভাষার পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, অনলবর্ষী বাগ্মী স্তম্ভিত বিস্মিত ও মূক হয়ে পড়েন। কুরআনের ভাষার অপূর্ব লালিত্য, কবিতার ঝংকার ও ছন্দের মাধুর্যে

অসহায় হয়ে পড়ে আরবের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। কুরআনের প্রাণস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা নিপুণতার সাথে গ্রথিত সুন্দর কথামালার সামনে মাথা নুইয়ে দেয়। কুরাইশ বংশের সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ওলীদ ইবনে মুগিরা কুরআন শ্রবণ করে বলেছিলেন, ‘আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই এই কুরআন মিষ্টিমধুর এবং শ্রুতি সুখকর। এই কালামের মধ্যে এমন ঔজ্জ্বল্য এবং সজীবতা রয়েছে, যা অন্য কিছুতে নেই। নিশ্চয়ই এর উপরের অংশ ফলদার আর এর নিচের অংশে সুশীতল ধারা প্রবহমান। আর এটি মানুষের কথা নয়। নিশ্চয়ই এ কুরআন বিজয়ী হবে, তাকে বিকৃত করা যাবে না।’^[৩৩]

আপনার ওপর অবতীর্ণ কুরআন সবার অণু-পরমাণুতে সৃষ্টি করল বিরাট কর্ম-চাঞ্চল্য। অজ্ঞতার ঘন অন্ধকার সরিয়ে জ্বালিয়ে দিল অশ্রান্ত জ্ঞানের মশাল। চোখের সামনে তুলে ধরল এক আলোকোজ্জ্বল জীবনের পথ এবং পূর্ণ জীবন বিধান। আমার পরম সৌভাগ্য এ কুরআন হৃদয়ে ধারণ করেছি। এর অর্থ অনুধাবনের যোগ্যতাও মহান রব আমাকে দান করেছেন। আমি এ কুরআন বহনের অযোগ্য ও অপারগ। নিয়মিত কুরআন পাঠ ও চর্চা হয়ে ওঠে না। ভীষণ আফসোস লাগে। লজ্জাও ঘিরে ধরে আমার। কুরআনহীন জীবন চুনখসে পড়া পলেন্তারাবিহীন এবড়োখেবড়ো-স্যাঁতসেঁতে মনে হয়।

একটি কুরআনি জীবন নির্মাণ করার স্বপ্ন দীর্ঘদিনের। শয়নে-জাগরণে, চলনে-বলনে সবকিছুতেই থাকবে কুরআনের আভা ও সৌন্দর্য। প্রকৃতির মাঝে নিমগ্নতার ভেতর কিংবা একাকী সময়ে কুরআনি ভাবনা আমাকে ঘিরে ধরবে।

জানি, আমার হৃদয়ের স্বচ্ছনির্মল কাচপাত্র পাপের দহনে জ্বলেপুড়ে হারিয়ে ফেলেছে তার স্বচ্ছতা-শুভ্রতা। জীবনের সুসজ্জিত সুরভিত প্রতিটি রেখায় শুধু স্থবিরতা আর পঙ্কিলতার গাঢ় ছাপ। বৃক্ষলতার মনোহর সবুজে সজ্জিত ছিল যে জীবনারণ্য, অবাধ্যতার অশুদ্ধ হাওয়ায়